সকাল ৫:৩৯ এ ঘুম থেকে উঠেই তাড়াতাড়ি নামাযটা সেরে নিল বজলু। আজ পরীক্ষা আছে। মিডট্রাম । তাই আর আজও সে ঘুমালো না। গতকাল রাতে গ্র ু পে পাওয়া ফটোগুলোতে যা যা ছিল সবগুলো আরেকবার ভাজা ভাজা করতে হবে। ফ্রাস্ত সেমরে একবার ভুল করেছিল। গুজব মনে করে ওই গুপ্তধন গুলো ইগ্নোর করেছিল। অন্য সবার থেকে নম্বর কম এসেছিল। আর এই ভুল কখন করে নি, করবেও না। সব পড়া শেষ হলেও পরীক্ষার আগের রাতে গুপ্তধনের অপেক্ষায় থাকে শান্ত।

ক্লাস শুরুর ১৫ মিনিট আগেই সে হাজির হল। আর যাই হোক আব্দুল হাদি স্যারের ক্লাস। স্যারের কিছু কানুন আছে। ক্লাশের যে সময় তার দশ মিনিট দেরি করলে জরিমানা আছে। ২০০০ টাকা। কিন্তু এর থেকে রক্ষা পাবার আরও একটা উপায় আছে। সবাইকে ইন্টারটেইন করতে হবে। এর জন্যে ইচ্ছে করলে গান, নাচ, মজার কবিতা আব্রেতি করতে পারে। এইটা স্যার বা ছাত্র সবার জন্যে প্রযোজ্য। এই জন্যেই বজলুর এত টেনশন।

ক্লাসে বজলুর সব থেকে অপছন্দের লোকটি শামীম। খুব সুন্দর কিছু প্রবলেম সল্ভ করছিল বজলু। কিন্তু ক্লাসে এসেই খাতাটা কেড়ে নিল। মেজাজটা খুব খারাপ হল। মুখে কিছু বলল না। আনিহা ভাব দেখিয়ে বলল,

- কাল কতগুলা সল্ভ করলি।

বলতে বলতে হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসছিল।

- "স্লভ করলি", আবার কি। বাংলায় বল্।

শামীমের আবার ভাষগত কিছু সমস্যা আছে। বাংলার মধ্যে ২-১টা ইংরেজি শব্দ ওর পছন্দ না। বললে সব বাংলায় বলতে হবে । না হলে ইংরেজিতে। দুইটা মিলিয়ে খিচুরি বানানো যাবে না। আপনি। জি, আপনাকেই বলছি। চেষ্টা করে দেখতে পারেন। আমি পারি না। দেখছেন না কত খিচুরিমার্কা লেখা হয়েছে। অথবা আপনি আপনার বন্ধুকে চ্যালেঞ্জ দিতে পারেন, কতক্ষণ শুধু বাংলায় কথা বলতে পারে। দেখেন, বলতে বলতে আবার খিচুরি বানিয়েছি। বলেছি চ্যালেঞ্জ। যাই হোক। শুধু বাংলা ব্যাবহার করে কথা বলা আমার দ্বারা হবে না। শামীম-ই ওই ভাবে কথা বলুক। আমরা বজলুর গল্পে ফিরে আসি। কোথায় যেন ছিলাম। ও হ্যাঁ। বজলু বলল,

- আচ্ছা ঠিক আছে দে। পড়ন লাগবো।

- দিলাম না তোর খাতা।

এরই মধ্যে স্যার চলে আসলেন। শামীম আর কিছু না বলে খাতাটা দিয়ে দিল।

ক্লাস শেসে তুর্য ডাকল শামীমকে।

- খাইতে যাবা নাকি।

ক্লাসে শামীম তুর্য ব্যতিত আর ২-১ জনকে তুমি বলে ডাকে। আই.আই.টি প্রথম তুর্যের সাথেই দেখা হয়েছিল শামীমের। সকালে তেমন কেউই নাস্তা করার সময় পায় না। বলতে গেলে যেদিন আব্দুল হাদি স্যারের ক্লাস থাকে। শামীম নিজেও জানে বজলু বাসা থেকে খেয়ে এসেছে। যেহেতু অন্য কেউ বিরক্ত করুক বা না করুক সে বিরক্ত করে। তাই যেখানেই যাক বজলুকে ডাকতে কখনো ভোলে না। যদিও সে কখনো ধনাত্মক সাড়া পায়নি।(এইবার কিন্তু আমি বাংলাতেই বলেছি। অন্যকেও হলে হয়ত বলত পজিটিভ রেসপন্স। দেখুন। বাংলা বলার মধ্যে আলাদা একটা মজা আছে। যদি সবগুলো শব্দই বাংলায় হয়।) এবারো বিপরীত হলো না। একবার সে নিজেও ভেবে পেল না এই সামান্য চারটা মেথড নিয়ে যে পরীক্ষা তাতে এতটা সিরিয়াস হবার কি আছে। যাই হোক আর কিছু না ভেবে পুষ্টিতে সিঙ্গারা আর আলুর চপ খেতে গেল।

নাস্তা শেষে জানা গেল পরীক্ষা ১২ টায়। এদিকে শামীম পড়ল মহা চিন্তায়। কি করা যায় এতটা সময়? কীভাবে কাটবে ? অবশেষে অলস মস্তিষ্কের যা কাজ। সৌরভ আর আদ্রিতা হল শামীমের নতুন বলির পাঠা। যতভাবে এদের বিরক্ত করা যায়। এদের সাথে সবথেকে মজার যে কাজ ক্রা যায় টা হল, যখন চ্যাতিং এ মগ্ন থাকে শুধু পাসে গিয়ে বসে থাকা। শামিমকে আর কিছুই করতে হয় না। এতেই যা বিরক্ত হবার হয়ে যায়। ওদিকে বজলুর চিন্তা একটু কমতে লাগল। যাক, আরও ২-৩ বার হলেও সবগুলো কশিনের আয়ন্সার আবার হাতে কলমে করা যাবে।

শেষ পর্যন্ত পরীক্ষা শুরু হল। নম্বরেে জন্য এত চিন্তিত ছিল যে প্রীকাষা চলাকালিন সময়ে বজলু স্যারকে বলেই বসল,

- স্যার, ছক কি কলমে টানব না পেন্সিলে।

সবাই হাসল। কেন জানি শামীম হাসল না। আসলেই তো, ...। কলমে ছক টানলে বেশি নম্বর পাওয়া যায় না পেন্সিলে টানলে বেশি নম্বর পাওয়া যায় শামীম এই টপিক নিয়ে নিজেও তো ভাবে নি।